জুলাই সনদ সংস্কার না হলে আরও একটি গণঅভ্যূত্থান হবে

নির্বাচনের আগেই সংবিধান সংশোধন করতে হবে, তা না হলে আগামী ৩ থেকে ৫ বছরের মধ্যে আরও একটি গণঅভ্যূত্থান হবে এমন মন্তব্য করেছেন এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক সরোয়ার তুষার।

তিনি বলেন, এখন যে ভূল হয়েছে আগামীতে নিশ্চিত সে ভূলগুলো আর হবে না। নির্বাচনের আগে সংস্কার না হলে যে বিষয়গুলো সকল রাজনৈতিক দলগুলো একমত হয়েছেন সেগুলোও দিমত হয়ে যাবে।

গতকাল রোববার দুপুরে জেলা পরিষদের হলরুমে জেলা উপজেলা সমন্বয়ক কমিটির সদস্যদের নিয়ে সাংগাঠনিক সভা ও রাজনৈতিক কর্মশালায় এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক সরোয়ার তুষার একথা বলেন।

তিনি আরোও বলেন, যে কোন মূল্যে নির্বাচনের আগে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করতে হবে। জুলাই সনদ পরবর্তী নির্বাচিত সরকার বাস্তবায়ন করবে না। এটার ভিত্তিতেই নির্বাচন হবে। পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের কাছে জুলাই সনদ দেয়ার অর্থ হচ্ছে শিয়ালের কাছে মুরগি বন্দক দেয়া ছাড়া কিছুই না।

ঢাকায় নুরুল হক নুরের ওপর হামলার বিষয়ে তিনি বলেন, এই হামলার সঙ্গে জড়িত সেনা ও পুলিশ সদস্যদের বিচারের আওতায় আনতে হবে। সেনাবাহিনীকে যারা বিতর্কিত করার চেষ্টা করছেন তাদের খুঁজে বের করার দাবি জানান তিনি। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখন পর্যন্ত আপনারা ঠিক করতে পারেননি। তাই এখনই সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফিরে যাক। প্রয়োজনে নির্বাচনের সময় আবারও সেনাবাহিনীকে মাঠে নামানো হোক।

সংস্কারের আগেই কিভাবে নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করলেন তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। বলেন, কিভাবে নির্বাচন হবে, কোন পদ্ধতিতে হবে তা এখনও আলোচনার টেবিলে। অথচ প্রধান নির্বাচন কমিশনার রোডম্যাপ ঘোষণা করে দিয়েছেন। এই কমিশনের পক্ষে কখনই সুষ্ঠু নির্বাচন দেয়া সম্ভব নয়, তাই দ্রুত নির্বাচন কমিশন সংস্কারের দাবি জানান তিনি।

সমস্যা হলেও ড. ইউনূস সব রাজনৈতিক দলগুলোকে ডেকে পাঠান, এ নাটক বন্ধ করেন। এই সরকার জানেই না তারা সরকার। কোন ঘটনা ঘটলে সরকার

তীব্র প্রতিবাদ জানান। অথচ সরকারের কাজ পদক্ষেপ নেয়া।

এছাড়াও কর্মশালায় এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক মোল্লা রহমতুল্লাহ, যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট শাকিল আহম্মেদ, সদস্য ইঞ্জিনিয়ার সোহেল রানা, এনসিপি মেহেরপুর জেলা শাখার যুগ্ম সমন্বয়কারী আশিক রাব্বি, সদস্য হাসনাত জামান সৈকত, ইমতিয়াজ আহমেদসহ আরো অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

তুবা দুআ প্রতিযোগিতায় ফের চ্যাম্পিয়ন

মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও যুগান্তর প্রতিনিধি তোজাম্মেল আযমের নাতনি তাসনিয়া তুবা দুআ প্রতিযোগীতায় স্কুল পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন ও ইনফরমেশন সোসাইটি প্রজেক্টের আওতায় ২য় চাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

রোববার স্কুল ও প্রজেক্টের আওতায় পৃথকভাবে চুড়ান্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ঢাকার গুলশানে গাইডেন্স ইন্টার ন্যাশনাল স্কুল চত্বরে।

তুবা গাইডেন্স ইন্টার ন্যাশনাল স্কুলের ৩য় শ্রেণির শিক্ষার্থী। গতবছরও দুআ প্রতিযোগিতায় ২য় চ্যাম্পিয়ন ও স্কুল পর্যায়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার একটি ইভেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল।

মেহেরপুরে মুক্তিযোদ্ধা

সংসদের আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠান

“দেশ ও জনগণের অতন্দ্র প্রহরী” এই স্লোগানকে ধারণ করে মেহেরপুর জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নবগঠিত আহ্বায়ক কমিটির উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার সকাল সাড়ে ১০টায় জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, মেহেরপুর জেলা ইউনিট কমান্ড এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুল আলম সোনা। শুরুতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সংগীত পরিবেশনা, পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত এবং এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়।

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোজাম্মেল হকের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ইলিয়াস হোসেন, আনছাউল হক, সিরাজুল ইসলাম, মতিয়ার রহমান, কামাল উদ্দিন, রায়হান উল কবীর, আহসান হাবীব, নুরুল হুদা, মীর মনা, জামিল, মাহাবুল হকসহ অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারা।

এ সময় মুক্তিযোদ্ধারা দেশ ও স্বাধীনতার অর্জনকে সমুন্নত রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পৌঁছে দেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

প্রকৃতি যখন আপন ছন্দ হারায়

একসময় বর্ষা ছিল আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনার প্রধান অনুষঙ্গ। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন “আজি ঝরঝর মুখর বাদলদিনে” আর জীবনানন্দের কাব্যে বর্ষা হতো নরম কুয়াশার মতো এসে পড়া কোনো বিষন্নতা। প্রকৃতির ভেতরে সে সময় চলত ছন্দিত পরিবর্তন পাতা

ভিজতো, নদী ফুলতো, আর কৃষকের মন ভরে উঠতো সম্ভাবনার নতুন আলোর আশায়।

কিন্তু এখন? বর্ষা যেন তার অভিমান নিয়ে গুটিয়ে গেছে। বৃষ্টি নামে না দিনকে দিন, কখনও নামে হঠাৎ তীব্র ঝড় হয়ে। মাঠ খরা ধরেছে, কৃষকের চোখে এখন আর প্রতীক্ষার ঋতু নেই আছে শঙ্কা, অনিশ্চয়তা।

এই বদলে যাওয়া প্রাকৃতিক ছন্দ আসলে জলবায়ু পরিবর্তনের ফল। মানুষ বন কেটেছে, ধোঁয়া ফেলেছে আকাশে, নদীর গতিপথ বদলেছে, আর প্রকৃতিও প্রতিশোধ নিয়েছে তার আপন নিয়মে। মেহেরপুরের মতো এক সময়কার সজল জনপদ এখন খরাপ্রবণ হয়ে উঠেছে। খাল শুকিয়ে যায়, গ্রীষ্মে তাপমাত্রা ছুঁয়ে যায় আগুনের কিনারা, আর বর্ষা আসে দ্বিধায়।

জলবায়ুর এই বিচ্যুতি শুধু আবহাওয়ার কথা বলে না সে বলে মানবসভ্যতার এক গভীর আত্মকেন্দ্রিকতার কথা, যেখানে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটি কেবল ভোগের হয়ে উঠেছে, যত্নের নয়।

সাহিত্যে প্রাকৃতিক বিপর্যয় বহুবার এসেছে প্রতীক হয়ে কখনও বন্যা, কখনও খরা, কখনও দুর্ভিক্ষ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মা নদীর মাঝি’ উপন্যাসে আমরা দেখি নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা জীবনের জটিলতা, যেখানে নদীর রুদ্র রূপ যেমন ভয়ংকর, তেমনি করুণাও লুকিয়ে থাকে তার মাঝে। কিন্তু আজকের বিপর্যয় ভিন্নতর এটি মানুষের সৃষ্টি এবং তার দায়ও মানুষের।

মেহেরপুরের চাষি এখন আর শুধু প্রকৃতির হাতে নির্ভরশীল নন, তিনি যন্ত্রের সহায়তায় সেচ দেন, কীটনাশকে নির্ভর করেন, কিন্তু তবু আকাশের দিকে চোখ রেখে প্রতীক্ষা করেন।

এই প্রতীক্ষা এক ধরনের ট্র্যাজেডি যেখানে নায়ক জানেন ধ্বংস আসছে, কিন্তু থামাতে পারেন না। অদ্ভুতভাবে, এই বিপর্যয়ের সময়ে মানুষ আবারও গেয়ে ওঠে “আকাশ কেন এত নীল হইলো না গো?”

আবার কখনও কবির ভাষা ধার করে লিখে দেয় খরা-জর্জর জীবনের গল্প “সব নষ্টের মূল এই মানুষ, সে কাড়িয়া লয়, আবার দেয় না ফিরায়।”

এই লড়াই শুধু প্রাকৃতিক নয়, তা অস্তিত্বের, তা মনুষ্যত্বের। ভবিষ্যত হয়তো এই সময়কে বলবে “আবহমান প্রকৃতির বিপরীতে দাঁড়ানো মানুষের এক ভয়াল সময় যেখানে প্রকৃতি কথা বলত না, কেবল আকাশ গুমড়ায় কেঁদে উঠত, আর মানুষ সে কান্না শুনেও ব্যস্ত থাকত নিজের

ইট-কাঠের স্বপ্নে। প্রকৃতি যখন তার গান থামিয়ে দেয়, তখন বুঝে নিতে হয়, মানুষের গলায়ও সুর হারিয়েছে।

লেখক ও সাংবাদিক

মেহেরপুরে সাংগঠনিক সফরে আসছেন এনসিপি’র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ

আজ রবিবার সাংগঠনিক সফরে মেহেরপুর আসছেন ন্যাশনালিস্ট কনভেনশন পার্টি (এনসিপি)’র কেন্দ্রীয় যুগ্ম আহ্বায়ক জনাব সরোয়ার তুষার ও কেন্দ্রীয় মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) জনাব মোল্যা রহামাতুল্লাহ। সফরকালে তাদের সঙ্গে থাকবেন কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক ও জেলা প্রধান সমন্বয়কারী অ্যাডভোকেট সাকিল আহমেদ এবং কেন্দ্রীয় সদস্য ও মেহেরপুরের অঞ্চল তত্ত্বাবধায়ক জনাব সোহেল রানা।

সফরসূচি অনুযায়ী, আজ রবিবার সকাল ১১টায় মেহেরপুর জেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে জেলা ও উপজেলা সমন্বয় কমিটির সদস্যদের নিয়ে সাংগঠনিক সভা ও রাজনৈতিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে। এ কর্মশালায় স্থানীয় নেতৃত্বকে সাংগঠনিক কর্মকৌশল ও রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করা হবে। পরে বিকেল ৪টায় ঐতিহাসিক মুজিবনগর পর্যটন হোটেলে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

দলীয় সূত্র জানা গেছে, এ সফরের মূল লক্ষ্য হচ্ছে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সাংগঠনিক কাঠামোকে শক্তিশালী করা, কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় বৃদ্ধি করা এবং আসন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি সফল করার জন্য মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মীদের উদ্বুদ্ধ করা। এছাড়া স্থানীয় সমস্যাবলী ও দলীয় কার্যক্রমে উদ্ভূত সংকট নিরসনেও আলোচনা হবে বলে জানা গেছে।

নেতারা মনে করছেন, এই সফরের মাধ্যমে এনসিপি মেহেরপুরে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে এবং জেলার তৃণমূল পর্যায়ে দলকে আরও সুসংগঠিত করার সুযোগ তৈরি হবে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতাকর্মীরা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের এ সফরকে ঘিরে ইতোমধ্যেই ব্যাপক

শহীদ জিয়াউর রহমান গণতন্ত্র উদ্ধার করে বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তন করেন

আমরা চেয়েছিলাম এদেশ থেকে ফ্যাসিবাদ বিতাড়িত হোক, আমাদের দেশের মানুষ গণতন্ত্র ফিরে পাক। অন্তত আমাদের ভোটের অধিকারটা নিশ্চিত হোক। আমরা কোনো সন্ত্রাসবাদী দল নই। আমরা রাতের আঁধারে ক্ষমতা দখলের রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না। আমরা রাতের আঁধারে ভোট চুরিতে বিশ্বাস করি না।

আজ শনিবার মেহেরপুর সরকারি কলেজে মাঠে জেলা বিএনপি’র সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক নার্গিস বেগম এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বাকশাল থেকে গণতন্ত্রকে উদ্ধার করে বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তন করেছেন। বেগম খালেদা জিয়া প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি থেকে সংসদীয় গণতন্ত্র চালু করেছেনন। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা যদি কেউ করে থাকে, সংস্কার যদি কেউ করে থাকে সেই দাবি শুধুমাত্র জাতীয়তাবাদী দল করতে পারে। আর কারো অধিকার নেই।

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টনের সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রধান বক্তার বক্তব্যে জাতীয় নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক অনিন্দ্য ইসলাম অমিত বলেন, আমাদের নেতা তারেক রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে কোটা সংস্কার আন্দোলনে শুধু সকল রাজনৈতিক দল নয়, এই সমাজের সকল শ্রেণী-পেশার মানুষ ওই ছাত্রদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে গণঅভ্যুত্থান রচনা করেছিল। আজকে কি এমন ঘটল যে, গণঅভ্যুত্থানের এক বছরের মধ্যেই আমরা কৃতিত্ব দাবি করতে বা আগামী নির্বাচনে আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্থানটি নিশ্চিত করতে গিয়ে ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনের শক্তির মধ্যে বিভেদ রেখা টানতে

চলেছি? ফ্যাসিবাদবিরোধী শক্তির মধ্যে যদি বিভেদ রেখা টানা যায়, যদি বিভেদ দেখা দেয়, লাভটি কার হয় সেটা নিশ্চয়ই সবাইকে বলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। লাভ হয় ওই শেখ হাসিনা, শেখ হাসিনার দোসর এবং যারা ফ্যাসিবাদের রচয়িতা তাদের।

সম্মেলনের উদ্বোধন করেন চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও বিএনপির খুলনা বিভাগীয় সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য আমান উল্লাহ আমান।

উদ্বোধনকালে তিনি বলেন, ১৬ বছর বাংলাদেশ ছিল গণতন্ত্রহীন, মানবাধিকারহীন। বাংলাদেশে কোনো গণতন্ত্র ছিল না, একদলীয় শাসন ব্যবস্থা ছিল। দেশের ক্রান্তিকাল যখনই আসে, তখনই জিয়া পরিবারের আত্মত্যাগের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ মুক্তি পায়। জিয়াউর রহমানের একাত্তরের স্বাধীনতার ঘোষণার মধ্য দিয়ে এদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বেগম জিয়ার নেতৃত্বে স্বৈরাচার এরশাদের পতন হয়েছিল। সর্বশেষ তারেক রহমানের নেতৃত্বে ছাত্র-জনতার আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে ২৪ শে আমরা পেয়েছি নতুন বাংলাদেশ।

জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের সঞ্চালনায় সম্মেলনে বিশেষ বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক বাবু জয়ন্ত কুমার কুন্ডু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক মোঃ আমিরুল ইসলাম, ফয়েজ মোহাম্মদ, কুষ্টিয়া জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক উদ্দিন আহমেদ, মাগুরা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক
আলী আহমেদ, যশোর জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক সৈয়দ সাবেরুল হক সাবু ও চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটির আহ্বায়ক মাহমুদ হাসান খান বাবু।

এছাড়াও এসময় জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মোঃ ইলিয়াস হোসেন, আলমগীর খান ছাতু, হাফিজুর রহমান হাফি, মীর ফারুক হোসেন, মোঃ আনছারুল হক, জেলা বিএনপির সদস্য সাবেক পিপি আবু সালেহ নাসিম, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির মহাসচিব জাকির হোসেন, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিব, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টুসহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলন শেষে বিনাপ্রতিদ্বন্দীতায় নতুন কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির নতুন সভাপতি মিল্টন, সাধারণ সম্পাদক কামরুল

১৭ বছর পর মেহেরপুর জেলা বিএনপির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলন উপলক্ষে নির্বাচনের মাধ্যমে বিনা প্রতিদ্বদন্দীতায় জাভেদ মাসুদ মিল্টন সভাপতি ও অ্যাড. কামরুল হাসান সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন।

এছাড়া রোমানা আহমেদ, ওমর ফারুক লিটন, আখেরুজ্জামান সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে নির্বাচত হয়েছে। আজ শনিবার মেহেরপুর সরকারি কলেজে মাঠে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলন শেষে বিনাপ্রতিদ্বন্দীতায় নতুন কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও বিএনপির খুলনা বিভাগীয় সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য আমানুল্লাহ আমান।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক নার্গিস বেগম। সম্মেলন উদ্বোধন করেন চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও বিএনপির খুলনা বিভাগীয় সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য আমান উল্লাহ আমান। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক অনিন্দ্য ইসলাম অমিত। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক বাবু জয়ন্ত কুমার কুন্ডু।

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সম্মেলন শুরু

দীর্ঘ ১৭ বছর পর অনুষ্ঠিত হচ্ছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সম্মেলন। আজ শনিবার মেহেরপুর সরকারি কলেজ মাঠ প্রাঙ্গণে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। জাতীয় পতাকা, দলীয় পতাকা ও শান্তির প্রতীক পায়রা উড়িয়ে এ সম্মেলনের সূচনা হয়।

জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক জাবেদ মাসুদ মিল্টনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক নার্গিস বেগম।

জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন, চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য ও খুলনা বিভাগ আহ্বায়ক, সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য, সাবেক এমপি আমান উল্লাহ আমান।

প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত আছেন, জাতীয় নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক অনিন্দ্য ইসলাম অমিত। বিশেষ বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক বাবু জয়ন্ত কুমার কুন্ডু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন, সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন।

জেলা বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক মোঃ আমিরুল ইসলাম, ফয়েজ মোহাম্মদ, সদস্য আলমগীর খান ছাতু, হাফিজুর রহমান হাফি, ওমর ফারুক লিটন প্রমুখ।

মেহেরপুরে বিএনপির দু’পক্ষের সংঘর্ষে আহত ৬, জেলা সম্মেলন

আজ

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপিতে স্থানীয় বিএনপির দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত ৬ জন আহত হয়েছেন। বিএনপির কমিটি গঠন ও এলাকায় আধিপত্য বিস্তারের বিরোধকে কেন্দ্র করে গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে। এর মধ্যেই আজ শনিবার জেলা বিএনপির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

সংঘর্ষে জেলা বিএনপির সদস্য ওমর ফারুক লিটন পক্ষের মোস্তাফিজুর রহমান (৪৯) ও আমিনুল ইসলাম (৬৫) গুরুতর আহত হন। দু’জনেরই মাথায় জখম হওয়ায় চিকিৎসকরা সেলাই দিয়েছেন। আহত মোস্তাফিজুর রহমান আমঝুপি ইউনিয়ন বিএনপির ৬নং ওয়ার্ড সভাপতি। অপরদিকে সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম পক্ষের রনি (২০), দেলোয়ার (৩৬), নাফিজ (১৯) ও শাওন (২৬) আহত হয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফিরেছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল শুক্রবার রাতে আমঝুপি কালিতলায় সাইফুল ইসলাম ও উমর ফারুক লিটন পক্ষের কয়েকজন মুখোমুখি হলে প্রথমে বাকবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে তা সংঘর্ষে রূপ নেয়।

পরবর্তীতে উত্তেজিত সাইফুলপক্ষের কয়েকজন আমঝুপি বাজারে লিটনের অফিসে হামলা চালায়। এসময় লিটনপক্ষের আমিনুল ইসলাম ও মোস্তাফিজুর রহমানকে রড দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর জখম করা হয়।

এ বিষয়ে মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মেজবাহ উদ্দীন জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে গ্রামে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

তিনি বলেন, “যারা এ ঘটনায় জড়িত তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

এদিকে আজ শনিবার মেহেরপুর সরকারি কলেজ মাঠে জেলা বিএনপির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। সম্মেলন ঘিরে জেলা বিএনপি প্রস্তুতি শেষ করেছে। তবে সম্মেলনের আগের দিন এমন সংঘর্ষের ঘটনায় নেতাকর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে।

কাঁচা মরিচের দাম কমলেও বেড়েছে সবজি-মাছের দাম

মেহেরপুরের পাইকারি ও খুচরা বাজারে গত সপ্তাহের তুলনায় সবজি, মুরগি ও মাছের দামে ওঠানামা দেখা গেছে। বর্ষার কারণে বাজারে সরবরাহ কমে যাওয়ায় বেশ কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বেড়েছে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

পাইকারি বাজারে গত সপ্তাহের তুলনায় আলুর দাম কমে কেজি ১৭ টাকায় নেমেছে, যা গত সপ্তাহে ছিল ২০ টাকা। পেঁয়াজ গত সপ্তাহে ৭০ থাকলেও এ সপ্তাহে বেড়ে ৮০ টাকা। রসুনের দাম ৮০ টাকা থেকে বেড়ে ১৩০ টাকা। কাঁচামরিচ ১৬০ থেকে নেমে ১০০ টাকায়। বেগুন ৭০ টাকা কেজিতে অপরিবর্তিত রয়েছে। আদার দাম বেড়ে ১৭০ টাকা, যা গত সপ্তাহে ছিল ১৬০ টাকা। তবে শশার দাম ৭০ টাকায় স্থিতিশীল রয়েছে।

মুরগির মধ্যে ব্রয়লার মুরগির পাইকারি দাম কমে ১৬০ হয়েছে, যা গত সপ্তাহে ছিল ১৭০ টাকা, সোনালী মুরগির দাম কমে ২৬০ টাকা হয়েছে, যা গত সপ্তাহে ছিলে ২৭৫ টাকা এবং লেয়ার মুরগি কেজি ২৮৫ টাকায় অপরিবর্তিত রয়েছে।

খুচরা বাজারে আলুর দাম ২০ টাকায় স্থিতিশীল। পেঁয়াজ ৭০ টাকা থেকে বেড়ে ৮০ টাকায়, রসুন ৭০ থেকে বেড়ে ১৪০ টাকায়, কাঁচা মরিচ ১৮০ থেকে ১২০ টাকায় নেমেছে। তবে শশার দাম ৭০ থেকে বেড়ে ৮০ টাকায় বিক্রি হয়েছে।
পটল, ঢেঁড়স, কলা ও পেঁপের দাম স্থিতিশীল থেকে যথাক্রমে ৬০, ৫০, ৬০ ও ৩০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। আদার দাম ২০০ থেকে বেড়ে ২২০ টাকায় উঠেছে।

মুরগির খুচরা বাজারে ব্রয়লার কমে ১৮০ টাকায় বিক্রি হয়েছে যা গত সপ্তাহে ছিল ১৯০ টাকা, সোনালী মুরগির দাম কমে ২৮০ টাকা যা গত সপ্তাহে ছিলে ৩০০ টাকা এবং লেয়ার মুরগির দাম ৩১০ টাকায় স্থিতিশীল থেকে বিক্রি হয়েছে।

মাছের বাজারে রুই ২৫০, তেলাপিয়া ১৮০, বাটা ২০০, পাঙাশ ১৬০,

সিলভার ১৫০, জিওল ৩৫০, চিংড়ি ১১০০, টেংরা ৮৫০ এবং ইলিশ ৭০০-২৮০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে।

ছাগলের মাংস শুক্রবারে শুরুর দিকে ১০০০ টাকায় বিক্রি হলেও বেচা কেনা কম হওয়ায় ৯০০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। গরুর মাংস সর্বদা ৭৫০ টাকায় অপরিবর্তিত।

মাছ বিক্রেতা নাহিদ বলেন, আমদানি কম হওয়ার কারণে মাছের দাম গত সপ্তাহের তুলনায় একটু বেশি।

সবজি বিক্রেতা হাফিজুর রহমান বলেন, গত কয়েক সপ্তাহ সবজির দাম প্রায় একই রকম আছে, আমদানি কম হওয়ার কারণে দাম একটু ওঠানামা করছে। অতিরিক্ত বৃষ্টি এই আমদানি কমের মূল কারণ।

সবজি বিক্রেতা মোঃ মহির উদ্দিন বলেন, গত সপ্তাহের তুলনায় এ সাপ্তাহে শুধু কাচা মরিচের দাম কমেছে বাকি সব একই আছে। দাম বেশি থাকার কারণে ক্রেতারা বাজারে আসছেন না তাই আশানুরূপ বেচা-কেনা হচ্ছে না। সবজি বিক্রেতা মোঃ নবাব বলেন, বৃষ্টি এবং জিনিসপত্রের দাম বেশি হওয়ায় বেচা-কেনা কম। অনেক ক্ষেত্রে বৃষ্টি কারণে গ্রাম থেকে সবজি গাড়ি করে আনা যায় না।

মুরগি বিক্রেতা রিপন বলেন, গত সপ্তাহের তুলনায় এই সপ্তাহে সব ধরনের মুরগীর দাম ১০ টাকা করে কমেছে, তবে লেয়ার মুরগির দাম একই আছে। দাম কমলে ক্রেতা ও আমাদের উভয়েরই সুবিধা হয়। ক্রেতারা বেশি করে কিনতে পারেন।

ক্রেতারা অভিযোগ করেছেন, দিনমজুর ও নিম্ন আয়ের মানুষদের জন্য এভাবে প্রতিদিন দাম ওঠানামা খুবই কষ্টকর এবং সংসার চালানো হুমকির মুখে।

সবজি ক্রেতা কৃষ্ণ দাস সাহা বলেন, গত সপ্তাহের তুলনায় কাঁচা মরিচের দাম কমলেও অন্যান্য সবজিতে ১০-২০ টাকা করে কম বেশি রয়েছে।

সবজি ক্রেতা লিজন বলেন, সবকিছুর দাম এতোই বেড়েছে যে ৫০০ টাকার বাজারে ২ দিনও চলে না। গত সপ্তাহে যে রসুন ৮০ টাকায় কিনলাম এই সপ্তাহে ১৪০ টাকা টাকায় কিনতে হচ্ছে।

সবজি ক্রেতা বুজাইফা বলেন, এখন বাজারে প্রতিদিনই দাম ওঠানাম করছে। গত সপ্তাহে যে সবজি কম দামে কিনেছি, এই সপ্তাহে তার দাম বেড়েছে। এতে আমাদের মতো সাধারণ ক্রেতাদের কষ্ট হচ্ছে।

মেহেরপুর তহ বাজারের সভাপতি হাফিজুর রহমান হাফি বলেন, বর্তমানে কাঁচামালের বাজার নিয়ন্ত্রণে, গত সপ্তাহে যে কাঁচা মরিচ ১৭০ টাকা ছিল, এই সপ্তাহে ওই কাঁচা মরিচ ৯৫ টাকা। আর অন্যান্য সবজিগুলোর মধ্যে সবগুলোর দাম মোটামুটি স্বাভাবিক। কিছু কিছু সবজি বৃষ্টির কারণে আমদানি কম হওয়ায় দাম একটু বেশি আবার কিছু সবজির দাম কম।

তিনি আরও বলেন, গত সপ্তাহের তুলনায় এই সপ্তাহে কিছু সবজির বাজার দাম তুলনামূলক কম। কাঁচামালের দাম সাধারণত আমদানি রপ্তানির উপর নির্ভর করে। আমদানি স্বাভাবিক থাকলে দাম স্বাভাবিক থাকে। বর্তমানে কিছু কাচাঁমালের আমদানি স্বাভাবিক থাকায় সেগুলোর দাম স্বাভাবিক রয়েছে আর বাকি গুলোর সামান্য অস্বাভাবিক রয়েছে।